188
Mr. Ahmed Toufiq choudhury
Po. Shelbarash
Via Dharampasha Sylhet

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

আহমদীদের জন্য সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা
অন্যের জন্য " " " ২৲ " " " ৵৬ পাই

পাক্ষিক আহমদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহমদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৬।১৬ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ

নব পর্য্যায়—১৪শ বর্ষ, | Fortnightly, Ahmadi, December, 8th 1960 | ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ বাং, ১৮ই জমাদিয়স সানি, ১৩৮০ হিঃ, | ১৫শ সংখ্যা

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর সত্যতার একটি নিদর্শন।

আফগানিস্তানের সাহেব জাদা মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেবের শাহাদাৎ।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) তদীয় গ্রন্থ হাকিকাতুল ওয়াহী তে আফগানিস্তানের মরহুম সাহেবজাদা মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেবের শাহাদাৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"সাহেব জাদা মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেবের শাহাদৎ ও আমার সত্যতার একটি নিদর্শন। কেননা খোদাতা'লা এই দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপন করিবার সময় হইতে কখনও এরূপ ঘটনা ঘটে নাই যে কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ ও মিথ্যা দাবীকারকের জন্য নিজ প্রাণ দিয়া স্বীয় স্ত্রীকে বৈধব্যের মুছিবতে নিক্ষেপ করে, নিজ সন্তানগণকে এতিম করাকে পছন্দ করে এবং নিজের জন্য সঙ্গসারী (প্রস্তর বর্ষণে মৃত্যু) মৃত্যু বরণ করে। অত্যাচারে তো শত শত লোক কতল হইতেছে। কিন্তু আমি এখানে সাহেবজাদা মৌলভী আবদুল লতীফ সাহেবের শাহাদৎকে একটি মহান নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিতেছি। ইহা এই জন্য নহে যে, তাহাকে অত্যাচার করিয়া নিহত ও শহীদ করা হইয়াছে; বরং এই জন্য যে, শহীদ হইবার সময় তিনি ঐ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন যে ইহার চেয়ে অন্য কোন কেরামত হইতে পারেনা। আফগানিস্তানের আমীর বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে তিনবার নম্রভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন কাদীয়ানের যে ব্যক্তি মসিহ মাওউদ হইবার দাবী করিয়াছেন তাঁহার বয়েৎ ভঙ্গ করিলে আপনাকে মুক্ত দেওয়া হইবে, বরং পূর্ব্বের চেয়ে অধিক সম্মান করা হইবে। তিনি প্রত্যেক বারই উত্তর দিয়াছেন যে, আমি আলেম ও জমানাদর্শী আমি মুক্ত অন্তরে বয়েৎ গ্রহণ করিয়াছি। আমি তাঁহাকে জগতের সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি মনে করি। কিছুদিন তাঁহাকে হাজতে রাখা হইয়াছিল এবং অমানুষিক ভাবে কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল এবং আপাদমস্তক ভারী শিকল দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং বারংবার তাঁহাকে বয়েৎ ভঙ্গ করিবার কথা বুঝাইয়াছিল ও পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়াছিল। কেননা রিয়াসত কাবুলের সহিত তাঁহার পুরাতন সম্পর্ক ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি এই উত্তর দিয়াছেন যে, আমি পাগল নহি। আমি সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি উত্তম রূপে দেখিয়াছি যে, যে মসিহ আসিবার কথা তিনিই ঐ মসিহ যাহার হাতে আমি বয়েৎ গ্রহণ করিয়াছি। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া তাঁহাকে আপাদ মস্তক শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ও নাকে দড়ি দিয়া সঙ্গসারীর মাঠে লইয়া যায়। মাঠে লইয়া যাইবার পর সঙ্গসার করিবার পূর্ব্বে আমীর পুনরায় তাহাকে বুঝাইয়াছেন যে এখনও সময় আছে আপনি বয়েৎ ভঙ্গ করুন। তখন তিনি বলিলেন, ইহা কখনও হইবে না। আমার সময় সন্নিকট। আমি ধর্ম্মের উপর ইহ কালের জীবনকে কখনও শ্রেষ্ঠত্ব দিবনা। বলা হয় যে, তাঁহার এই দৃঢ়তাপূর্ণ কথা শ্রবণে শত শত লোকের অন্তর ও দেহ কম্পিত হইয়া উঠে যে ইহা কিরূপ মজবুত ঈমান। এইরূপ ঈমানদার তো আমরা কখনও দেখি নাই। বহুলোক এই কথাও বলিয়াছে যে, যে ব্যক্তির নিকট বয়েৎ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি যদি খোদা প্রেরিত না হইতেন, তবে সাহেবজাদা আবদুল লতীফ সাহেব কখনও এইরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। অতঃপর এই অত্যাচারিতকে প্রস্তর নিক্ষেপে শহীদ করা হয় এবং তিনি ওহ্ ও করেন নাই। তাঁহার মৃত দেহ ৪০ দিন পর্য্যন্ত পাথরেই পতিত ছিল। তাঁহার সর্ব্বশেষ বাক্য এই ছিল যে, আমি ৬ দিনের অধিক মৃত থাকিবনা। তাঁহার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমীর বধ্য ভূমিতে পাহারা বসাইয়াছিল যে হয়ত ইহাও ধোকা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল যে ৬ দিনের মধ্যে আমার আত্মা এক নূতন দেহের সহিত আকাশে উত্তোলিত হইবে।

এখন ঈমান এবং ইনসাফের সহিত ভাবিয়া দেখা দরকার যে, যে সিলসিলার সব কিছু ধোকা ফেরেব ও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, ঐ সিলসিলার লোক কি এত দৃঢ়তা ও বাহাদুরী প্রদর্শন করিতে পারে যে এই রাস্তায় প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া স্বীকার করে এবং স্বীয় বিবি বাচ্চার কিছু পরওয়া করেনা এবং এরূপ পৌরুষের সহিত প্রাণ দেয় এবং বারংবার মুক্তির আশ্বাস দিয়া বয়েৎ ভঙ্গের কথা সত্ত্বেও ঐ রাস্তা পরিত্যাগ করে না।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আহ্‌মদী

বৃহস্পতিবার, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৬০ ইং।

নাজাত

হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ—

"নাজাত (মুক্তি) এইরূপ কোন জিনিষ নহে যাহা কেবল পার্থিব জীবনের পরেই লাভ হইবে। আসল এবং প্রকৃত মুক্তি এই জগতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা এক প্রকার আলোক যাহা হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় এবং ধ্বংসের গহ্বর সমুহকে দৃষ্টিগোচর করাইয়া দেয়। সত্য এবং বুদ্ধিমত্তার পথ অবলম্বন করিয়া চল ; তবেই খোদাকে লাভ করিবে। নিজ হৃদয়ে উত্তাপ সৃষ্টিকর যেন সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পার। দুর্ভাগা সেই হৃদয় যাহা শীতল হইয়া রহিয়াছে। দুরদৃষ্ট সেই ব্যক্তি যে বিমর্ষ অবস্থায় থাকে। মৃত সেই 'বিবেক' (কান্‌সেন্স্‌) যাহাতে চাক্‌চিক্য নাই। অতএব তোমরা সেই ডোল অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইওনা যাহা শূন্য অবস্থায় কূয়াতে পতিত হয় এবং জলপূর্ণ অবস্থায় উঠিয়া আসে। সেই চালুনীর গুণের অনুকরণ করিওনা যাহাতে কিছু পরিমাণ পানিও থাকিতে পারে না বরং একদিক দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্যদিক দিয়া বাহির হইয়া যায়।"

(রিভিউ অব রিলিজিয়ানস ১ম জিলদ ১ম সংখ্যা ২৮ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লামের সমস্ত হুকুম আহ্‌কাম্‌ মানিয়া চলেন বলিয়া যে সমস্ত লোক দাবী করেন অথচ তাহাদের জীবনে প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের মত পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয় না—কোন কোন স্থলে পবিত্রতার লেশমাত্রও দেখা যায় না তাহাদিগের দৃষ্টি আমরা হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) এর উল্লিখিত বাণীর প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

কোরআন করীমেও বর্ণিত হইয়াছে যে মানুষ যখন বেহেস্তে যাইবে তখন বেহেস্তের নেয়ামত সমূহ দেখামাত্র তাহারা বলিয়া উঠিবে "হাজাল্লাজী রুজেক্‌ না মিন্‌ কাবালু"।

(সুরা বাকারা)

অর্থাৎ এই ধরণের নেয়ামত আল্লাহ তা'লা আমাদিগকে পার্থিব জীবনেও দান করিয়া ছিলেন।

কাজেই, যাহারা পরকালের যাত্রার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিতেছেন এবং যাহারা স্বীয় প্রভুর সম্মুখে হাজীর হওয়া সম্বন্ধে প্রকৃত বিশ্বাস পোষণ করেন তাহাদের উচিত যেন নিজেদের হৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন এবং স্বীয় নফ্‌সের ধোকায় পড়িয়া না থাকেন।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তদ্রূপ শেখ আবদুর রহমান সাহেবকেও কাবুলে জবেহ্‌ করা হইয়াছে এবং তিনি উহ্‌ ও করেন নাই এবং এই কথাও বলেন নাই যে বয়েৎ অস্বীকার করিতেছি আমাকে ছাড়িয়া দাও। ইহাই সত্য ধর্ম্ম ও সত্য ইমামের নিদর্শন যে যখন কোন ব্যক্তি ইহার সূক্ষ্ম তত্ব প্রাপ্ত হয় ও ঈমানের অমৃত সুরা তাহার প্রতিটি শিরা উপশিরায় প্রবিষ্ট হয় তখন ঐ ব্যক্তি এই রাস্তায় প্রাণ দিতে ভয় পায় না। হাঁ, যাহাদের ঈমান অপূর্ণও শিরা উপশিরায় উহা প্রবিষ্ট হয় নাই তাহারা "ইউহুদ আসকর ইয়তীর" ন্যায় অতি অল্প লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মোরতেদ হইতে পারে। এইরূপ অপবিত্র মোরতেদগণের নমুনা ও প্রত্যেক নবীর সময়ে অনেক পাওয়া যায়। সুতরাং নিষ্ঠাবানগনের এক বড় জামাত যে আমার সহিত রহিয়াছে এইজন্য খোদাতা'লার শোকর। ইহাদের প্রত্যেকে আমার জন্য এক একটি নিদর্শন। ইহা আমার খোদার ফজল।"

"হকিকাতুল ওয়াহী ৩৪৬—৩৪৮ পৃঃ।"

গভর্ণরের রিলিফ্‌ ফাণ্ডে করাচী ও ঢাকা আঞ্জুমানের সাহায্য।

———[০]———

আঞ্জুমানে আহমদীয়া করাচীর সাহায্য।

দৈনিক আল ফজলের এক খবরে প্রকাশ যে মাননীয় শেখ রহমতুল্লাহ্‌ সাহেব আমীর জমাতে আহমদীয়া করাচী উক্ত জমাতের পক্ষ হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের নিকট ১০০০৲ (এক হাজার) টাকার একটি চেক্‌ চট্টগ্রামের দুর্দ্দশাগ্রস্তদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়াছেন।

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া ঢাকার সাহায্য।

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানের ফাইনেন্সিয়েল সেক্রেটারী সাহেব জানাইতেছেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর সাহেব চট্টগ্রামের দুর্দ্দশাগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ৪৬৬৲ টাকার একটি চেক্‌ পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন।

উথলী আঞ্জুমান

উথলী আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌলভী আমীর হোসেন সাহেব জানাইতেছেন যে তথায় একটী লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধুগণ উক্ত লাইব্রেরীর কামীয়াবীর জন্য দোয়া করিবেন।

তিনি আরও জানাইয়াছেন যে উথলি এলাকার কোন কোন স্থানে কোন কোন নূতন আহ্‌মদীয় সহিত বিরোধীতা করা হইতেছে। বন্ধুগণ যেন দোয়া করেন।

কোরআন শরীফের মোফাচ্ছেরগণ ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা।

(অধ্যাপক আবুল মুনির নুরুল হক সাহেব)

কোরআন করীমে মানব জাতির জন্য এমন একটি জীবন প্রণালী রহিয়াছে যাহাতে শরীয়ৎ, তমদ্দুন ও নীতিবিষয়ক নিয়মাবলী পূর্ণভাবে বর্ণীত হইয়াছে। পবিত্র কোরআন করীমের বিদ্যমান থাকা কালে আমাদের জন্য আর কোনও গ্রন্থের প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে যতই পরিবর্ত্তন সাধিত হউক না কেন কোরআন করীমের নীতি সমূহই সর্ব্বযুগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথেষ্ট। ইহা এমন একটি পবিত্র বৃক্ষ যাহা সর্ব্ব যুগের ও সর্ব্বঅবস্থার প্রয়োজন অনুসারে আমাদিগকে ফলদান করিতে থাকিবে। ইহার বাক্য সমূহ বাহ্যতঃ সংক্ষিপ্ত কিন্তু ইহাদের অভ্যন্তরে ভাবের এক উদ্বেলিত সমুদ্র বিরাজমান। অল্পকথায় অধিক ভাব প্রকাশের এই বিশেষ ভঙ্গিটি কোরআন শরীফে এমনই ভাবে পরিলক্ষিত হয় যেন সমুদ্রকে কুজায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

যেহেতু কোরআন করীমের বাক্যাবলীর অভ্যন্তরে ভাবের এইরূপ ব্যপকতা রহিয়াছে কাজেই কোরআন করীমের আলোচ্য বিষয় সমূহ এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীকে আবরণমুক্ত করার প্রয়োজন ছিল যাহাতে কোরআন করীমের ধনভাণ্ডারের মূল্যবান হীরা ও মনি মুক্তা সমূহ সকল মানুষের জন্য সহজলভ্য হয়। প্রত্যেক যুগেই আল্লাহতালা বহু লোকের হৃদয়কে স্বীয় পবিত্র কালামের তফসীর বর্ণনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। সমস্ত যুগেই এইরূপ বহুলোকের জন্ম হইয়াছে যাহারা কোরআন শরীফের বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন। হিজরী এয়োদশ শতাব্দীর মাঝা মাঝি পর্য্যন্ত এইরূপ যত তফসীরের সন্ধান পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা ১১৬১ বলিয়া বর্ণীত হয়। এতদ্ব্যতীত কোরআন করীমের এল্‌মসংক্রান্ত যে শতশত পুস্তক পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে এবং যে সমস্ত তফসীরের পাণ্ডুলিপি কখনও প্রকাশিত হয় নাই বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তার পর এই তফসীর সমূহের কোন কোনটি বহু খণ্ডে লিখিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলাযায় "তফসীর জাতে বহাজাত" এ পাঁচশত খণ্ড "তফসীরে কাজবাইনীতে তিনশত খণ্ড কেতাবুল এসতেগনাতে এক হাজার খণ্ড, তফসিরে আনওয়ার-উল-ফজর" এ ৮০টি খণ্ড রহিয়াছে যেহেতু কেয়ামত পর্য্যন্ত কোরআন শরীফই জগতের জন্য পথ-প্রদর্শক সেইজন্য আল্লাহ তা'লা এই বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে যুগে যুগেই জগতে এরূপ লোকের আবির্ভাব হইতে থাকিবে যাহাদের সহিত সেই পবিত্রসত্তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকিবে যিনি এই পবিত্রগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন ও যিনি ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা অবগত আছেন। খোদা তালার সহিত সম্পর্কশীল এই মহান ব্যক্তিগণ পবিত্রতার উৎস হইতে পানী সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা জগদ্বাসীর পিপাসা নিবৃত্তকরেন এবং এই পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যার ব্যাপারে যে সমস্ত ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহা জগত সমক্ষে তুলিয়া ধরেন। আমাদের এই যুগেও খোদা তালা হজরত মীর্জা গোলাম আহমদ সাহেব (আঃ) কে মসিহে মাউদ (প্রতিশ্রুত মসিহ) ও মাহদীয়ে মাহুদ (অঙ্গীকৃত মাহদী) রূপে প্রেরন করিয়াছেন। হেদায়াৎকারী গ্রন্থহিসাবে কোরআন করীমের যে মহান মর্য্যাদা ও সম্মান উহা আল্লাহতালা তাঁহার মারফতে প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর তদীয় পুত্র হজরত মীর্জা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব (আইঃ) কে আল্লাহ তালা রুহুল কুদুছ (পবিত্রাত্মা) দ্বারা দণ্ডায়মান করিয়াছেন এবং তাঁহার মারফতে ও কোরআন করীমের প্রকৃত ব্যাখ্যা জগদ্বাসীকে অবগত করাইয়াছেন।

ফলতঃ প্রত্যেক যুগেই এই গ্রন্থের মর্য্যাদা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে। নিম্নে আমরা ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব যাহারা এই উদ্যান হইতে ফল ও পুষ্প চয়ণ করিয়া জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। আমরা আল্লাহ তালার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি এই ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের উপর স্বীয় আশীষ ধারা বর্ষণ করেন যাঁহারা মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কালামেপাকের খেদমতে নিজেদের আয়ুস্কাল নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন। আমরা আরও প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের উপরও রহমত নাজেল করেন এবং কোরআন করীমের খাদেম—শ্রেণীভুক্ত করেন।

ওয়া বিল্লাহে তৌফিক।

প্রথম মোফাচ্ছের

আঁ হজরত (সাঃ) এর উপর যখনই কোরআন করীম অবতীর্ণ হইত তখন হুজুর (সাঃ) উহা মানুষকে শুনাইতেন, লিখাইয়া রাখিতেন এবং মুখস্থ করাইতেন। তিনি এখানেই ক্ষান্ত হইতেন না বরং সুরা "নহল" এর ৪৪নং আয়াতের আদেশ মোতাবেক তিনি অবতীর্ণ আয়াৎ সমূহের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিস্তারিত বর্ণনা করিতেন। এই হিসাবে স্বয়ং আঁ হজরত (সাঃ) কোরআন শরীফের সর্ব্ব প্রথম মোফাচ্ছের এবং হাদিসই কোরআন শরীফের সর্ব্ব প্রথম তফসীর। কোরআন করীমের আয়াৎ সমূহের সহিতই হাদিসের সম্পর্ক এবং সেই জন্য হাদিসের প্রত্যেকটি সংকলন কোরআন করীমের তফসীর ইমাম বোখারী স্বীয় হাদিস গ্রন্থের সংকলন কালে এইরূপ পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন যে তিনি কোন বিশেষ বিষয়ের কতিপয় হাদিস একত্র করার পূর্ব্বে উক্ত হাদিস সমূহের সহিত সম্পর্কিত কোরআনের আয়াতকে প্রথমে লিখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে তাঁহার বর্ণিত হাদিসগুলি প্রথমে লিখিত কোরআনী আয়াতেরই ব্যাখ্যা।

সাহাবা-এ-কেরাম

যে সূর্য্য সমগ্র বিশ্বকে আলোক দান করে—সাহাবা কেরামগণ সেই সূর্য্য হইতেই আলো গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার ফলে তাহারাও জগতকে আলোক বিতরণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। স্বীয় সাহাবা (রাঃ) গণের এই মহান মর্য্যাদা সম্বন্ধে আঁ হজরত (সাঃ) ও ফরমাইয়াছেন,—

> "আমার সঙ্গীগণ তারকা সদৃশ। ইহাদের যে কোনটিকে অনুসরণ করিলেই তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে।"

এই তারকাগণ কোরআন করীমের আলোককে বিশ্বময় বিতরনের জন্য পূর্ণভাবে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কতিপয় সাহাবাগণ এই কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে

(৪র্থ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিলাইয়া দিয়াছেন যথা :—

প্রথম চারিজন খলিফা:— (১) হজরত আবুবকর (২) হজরত ওমর (৩) হজরত ওছমান ও (৪) হজরত আলী (রাজি আল্লাহু আনহুম)। প্রথম তিনজন খলিফার রেওয়ায়েতের (বর্ণনার) সংখ্যা কিছু কম কিন্তু হজরত আলী (রাঃ) হইতে তফসীর সংক্রান্ত অনেক বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি নিজেও নিজের সম্বন্ধে বলিতেন "হে লোকগণ তোমরা আমাকে কোরানের আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন কর— আমি উত্তর দিব। প্রত্যেকটি আয়াত সম্বন্ধে আমি অবগত আছি উহা কখন এবং কোথায় নাজেল হইয়াছে, রাত্রিতে নাজেল হইয়াছে না দিনে নাজেল হইয়াছে। এবনে মাছউদ নিজেও কোরআন সম্বন্ধিত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন অথচ তিনিও হজরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধে বলিয়াছেন :– "কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি আয়াতেরই একটি বাহিক ও একটি আভ্যন্তরীন দিক রহিয়াছে এবং হজরত আলী (রাঃ) কে আল্লাহ তালা উভয় দিকের জ্ঞানই দান করিয়াছেন।

চারি খলিফাদের ব্যতীত অন্যান্য সাহাবাদের মধ্যে আবদুল্লা বিন মাছউদ, আবদুল্লা বিন আব্বাস, আবি বিনকায়াব, জায়েদ বিন ছাবেৎ আবদুল্লা বিন জোবায়ের (রাজি আল্লাহু আনহুম) এর নাম প্রসিদ্ধ। এবিষয়ে রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর বিবিগনের (রাঃ) মধ্যে ও হজরত আয়শা ছিদ্দিকা (রাঃ) এবং হজরত উম্মেসালমা (রাঃ) র নাম উল্লেখ যোগ্য। রাছুলুল্লাহ (সাঃ এর হস্তেবয়াৎ গ্রহণকারী গনের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মাছউদ ষষ্ঠ ব্যক্তি। ইহার অর্থ হইতেছে তিনি রাছুলকরীম (সাঃ) এর দাবীর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সময় পর্যান্ত আঁ হজরত (সাঃ) হইতে ফয়েজ হাছেল করিয়াছেন। নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন :— "হে লোকগন চারিজন লোক হইতে কোরআনের জ্ঞান শিক্ষা কর। উল্লিখিত চারি ব্যক্তির মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মাছউদ অন্য তম। আবদুল্লাহ বিন মাছউদ সম্বন্ধে এরূপ বর্ণিত আছে যে তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন "আল্লাহর কছম কোরআন করীমে এমন কোন আয়াত নাজেল হয় নাই যাহার সম্বন্ধে আমি উত্তম রূপে অবগত নহি উহা কোথায় নাজেল হইয়াছে এবং কি বিষয়ে নাজেল হইয়াছে। এবিষয়ে আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী যদি কেহ থাকিত তবে নিশ্চয় আমি তাহার নিকট পৌছিতাম।"

আবদুল্লাবিন আব্বাস

আবদুল্লাবিন আব্বাসও কোরআন করীমের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত বহু রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন। হিজরতের দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবিত কালে যদিও তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন তৎসত্বেও এই বয়সেও তিনি রাছুলুল্লাহ (সাঃ) হইতে ফয়েজ লাভ করিয়াছেন। আঁ হজরত (স:) তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া দোয়া করিয়াছেন :—

"হে আল্লাহ তুমি তাহাকে ধর্ম্মসম্বন্ধ এরূপ জ্ঞান দান কর যেন সে তাহা উত্তম রূপে বুঝিতে এবং উত্তম রূপে বর্ণনা করিতে পারে।"

বাস্তবিক আল্লাহতালা তাঁহাকে দীনের এলমও দান করিয়াছেন এবং তিনি সেই জ্ঞান অতি উত্তমরূপে বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে 'সুলতানুল মোফাচ্ছেরীন' 'তরজুমানুল কোরআন' 'জবরুল উম্মৎ' প্রভৃতি উপাধী দেওয়া হইয়া থাকে। বলা হয় যে সাহাবা (রাঃ) গনের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোফাচ্ছের।

তফসীরে ফাৎহুল বয়ানে তাঁহার সম্বন্ধে একটি বর্ণনায় লিপিবদ্ধ আছে:—

"একদা হজরত আলী তাঁহাকে হজ্জের কাফেলার আমীর নিযুক্ত করেন। তথায় তিনি সুরা বাকারা অথবা সুরা নূর পাঠ করেন এবং উক্ত সুরার এরূপ তফসীর বর্ণনা করেন যে যদি অমুসলমানগণ তাহা শুনিতে পাইত তবে কোরআন করীমের সত্যতা স্বীকার করা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর থাকিত না।

তাবেয়ীনগণ

তাবেয়ীনগণের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম মোফাচ্ছের হিসাবে প্রসিদ্ধ। (১) এলকমা (২) অছুদ (৩) মাসরুক (৪) কায়েসবিন আবি হাজেম (৫) মোজাহেদ (৬) সাঈদ বিন্ জোবায়ের (৭) একরামা (৮) তাউস বিন কাসান (৯) উতাদ বিন আবি রামাহ। ইহাদের প্রথম চারিজন আবদুল্লাহ বিন মাছউদের (রাঃ) ছাত্র এবং কুফার আলেম নামে প্রসিদ্ধ। অবশিষ্ট পাঁচজন, হজরত এবনে আব্বাসের ছাত্র এবং মক্কার আলেম নামে প্রসিদ্ধ। খোলাফায়ে রাশেদীনের জমানাতে নিম্ন লিখিত তফসীর সমুহ লিখিত হয়। (১) তফসীরে আব্বি (২) তফসীরে আব্বাস (৩) তফসীরে সাঈদ বিন জোবায়ের। তাবেয়ীনদের জমানায় সর্ব্বশেষ তফসীর খলিফা আবদুল মালেকবিন মারওয়ানের আদেশে লিখিত হয়। এই তফসীর রাজকীয় কোষাগারে রক্ষিত হইত এবং সর্ব্বশেষ আতাবিন দিনারের হস্তগত হয় এবং বর্তমানে তাহারই নামে পরিচিত।

হিঃ ৪র্থ শতাব্দীতে লিখিত

তফসিরে এবনে জরীর

তাবেয়ীনগণের পরে এরূপ ব্যক্তিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা সাহাবাগণের এবং তাবেয়ী গনের উপদেশাবলী পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন। এরইফলে হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে তফসিরে এবনে জরীর নামক বিরাট গ্রন্থ লিখিত হয়। এই গ্রন্থটি ১১ জিলদ এবং ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। তফসিরে এবনে জরীরের লেখকের নাম মোহম্মদ বিন জরীর বিন এজিদ আল ইমাম জাফর আল তিবরী বাগদাদী। তিনি ২০৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন ও ৩১০ হিজরীতে ওফাৎ প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত ইবনেজরীর ইতিহাসসংক্রান্ত এরূপ বিখ্যাত গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন যাহা অদ্যাবধি আগ্রহের সহিত পাঠকরা হইয়া থাকে। এবনেজরীরের আয়ুষ্কাল এবং তাঁহার লিখিত পুস্তকাবলীর তুলনামুলক হিসাব করিলে দেখা যায় যে তিনি দৈনিক ১৪ পৃষ্ঠা করিয়া লিখিয়াছেন। এবনে জরীরের তফসীরে আঁ হজরত (সাঃ) এর সাহাবাগনের, এবং তাবেয়ী গনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিয়ৎ পরিমানে আভিধানিক অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। যাহাহউক ইহা একটি ব্যাপক এবং অত্যন্ত উন্নত ধরণের তফসির।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত তফসীরে কাশশাফ

এবনে জরীরের লিখিত তফসির সমুহের মধ্যে একটি বিখ্যাত ও প্রামাণ্য তফসির হইতেছে "তফসিরে কাশশাফ। এই তফসীরের প্রণয়ন কারীর নাম আল্লামা আবুল কাসেম জার উল্লাহ মাহমুদ বিন ওমর আলজমখশরী। তিনি হিজরী ৪৬৭ সনে জন্ম গ্রহণ করেন ও ৫২৮ হিজরী সনে ওফাৎ প্রাপ্ত হন। কিছু সময় মক্কায় অবস্থান করেন এবং এই কারণে তাঁহাকে জার উল্লাহ উপাধী দেওয়া হয়। তিনি অতিশয় নির্ভরযোগ্য আলেম এবং আরবী অভিধানের ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি বহুগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থরাজির মধ্যে আরবী সাহিত্য সম্বন্ধীয় লেখাগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি নাকি 'মোতাজীল' মতাবলম্বী ছিলেন। তাহা সত্বেও তাহার গ্রন্থ সমুহ সকলের নিকট সমাদৃত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মলফুজাতে হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ)

নিজদের মধ্যে খাছ আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করিবার চেষ্টা কর।

এই পরিবর্ত্তন তখনই আসিতে পারে যখন নামাজ রোজা এবং অন্যান্য ইসলামী আদেশাবলী সঠিক ভাবে পালন করা হয়।

জিকরে এলাহীর অভ্যাস কর যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পার।

[২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ ইং তারিখ বাদ মাগরিব কাদীয়ানে বর্ণিত।

দ্রুত লিখন বিভাগের দায়ীত্বে প্রকাশিত। আলফজল ১৫।১১।৬০ ইং।]

হুজুর (আইঃ) বলেন, আমি দেশের অশান্তি দেখিয়া অক্টোবর মাসের প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন রোজা রাখিবার জন্য বন্ধু গণকে তাহরিক করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় যে, খুব অল্প লোকই ইহার উপর আমল করিয়াছে। কারণ, আমি দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাদীয়ানে দুইটি রোজা করিয়াছি। আমি সেহরী খাইতে উঠিতাম এবং চকেরদিকে যে জানালা খোলা যায় ঐ জানালা দিয়া দেখিতাম, তাহাতে সেহরীর জন্য মানুষের জাগরণের কোন আভাষ পাইতামনা যদ্বারা জানা যায় যে মানুষ রোজা রাখেনা। আজ মহল্লা দারুর রহমতে এক শাদীর উৎসবে আমাকেও ডাকা হইয়াছিল, সেখানে তাহারা চা এবং খানার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। এই রূপ খানার বন্দোবস্ত রোজা না হইলেই করা যায়, রোজা থাকিলে করা যায়না। কেননা, যদি নিমন্ত্রণ দাতা ও নিমন্ত্রিত সকলেই রোজাদার হয়, তবে খানার বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন ই বা কি? নিমন্ত্রণ কারীগণ এতটুকু ও খেয়াল করে নাই যে আজ রোজার দিন যার জন্য বারংবার ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাদের বন্দোবস্ত দৃষ্টে মনে হয়যে তাহারা রোজা সম্বন্ধীয় এলান ও তাহরিক সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আমি তো রোজা ছিলাম, কিয়ৎকাল তথায় বসার পর চলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমি দেখিলাম যে বহু লোক পানাহার করিয়াছে, যদ্বারা বুঝা যায় যে রোজা সম্বন্ধীয় ঘোষনা যাহারা শুনাইয়াছে তাহারা বিষয়টির গুরুত্ব সঠিক ভাবে বুঝায় নাই। নতুবা এমন কোন কারণ ই থাকিতে পারেনা যে মেহমান দের অধিকাংশ রে রোজা থাকে। আমার ইহা ও ইচ্ছা যে ভবিষ্যতে এই ধরণের অনুষ্ঠানে চা এবং নাস্তার প্রথা যাহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে রহিত করাইয়া দিব।

কেননা, দেখা গিয়াছে যে, ধনীগণের অনুকরণে দরিদ্র গণও এখন এই রছম পালন করা আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং এই রছম এই জন্য বন্ধ করিতে হইবে যে, ইহা দরিদ্রদের জন্য একটি বোঝা স্বরূপ এবং ধনী গণের মধ্যে রছম ও লোক দেখানো বিষয়ে পরিণত হইতেছে।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) মজলিশে উপস্থিত জনতার মধ্যে কে কে উল্লেখিত ৬টি রোজা রাখিয়াছেন তাঁহাদিগকে দাঁড় ইতে বলায় ৩৭ জন লোক দাঁড়াইলেন। এতদ্দর্শণে হুজুর (আইঃ) বলেন, এখন মজলিশে প্রায় সাড়ে তিনশত লোক বসা। ইহা হইতে ১০।২০ জন বৃদ্ধকে বাদ দিলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে শত করা দশজন লোক আমার এই ঘোষণায় আমল করিয়াছে। জেহাদ তো দূরের কথা এখন পর্য্যন্ত এমন ছোট ছোট বিষয়ে ও আমল করিতে পারেন না এবং এখন পর্য্যন্ত আপনারা প্রথম কদমও উত্তোলন করেন নাই। জেহাদ তো অনেক বড় বিষয়, যাহাতে মানুষ কে জান ও মালের কোরবাণী করিতে হয়। মানুষ যখন রোজা ও রাখিতে পারেনা যাহাতে খাদ্য ও পানীয়ের খরচ ও কমে। এমতাবস্থায় তাহারা জেহাদ কিরূপে করিবে কোন কোন লোক জিজ্ঞাসা করে, ইসলামের বিজয় কখন হইবে? আমি বলি, তোমরা যখন প্রথম কদম ও উঠা ও নাই এমতাবস্থায় বিজয় কিরূপ? যে পর্য্যন্ত তোমরা জান ও মালের কোরবানী না করিবে, যে পর্য্যন্ত তে মরা দ্বীনের জন্য সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত না হইবে, যে পর্য্যন্ত তোমাদের মধ্যে মানব জাতির মঙ্গল কামনা ও হামদার্দীর আবেগ সৃষ্টি না হইবে, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগনের জামাত কর্ত্তৃক প্রাপ্ত পুরস্কার তোমরা কিরূপে পাইতে পার? আমল এবং কোরবাণীর পূর্ব্বে পুরস্কারের আশা করা নাদানী ও বোকামী মাত্র। অতঃপর হুজুর (আইঃ) খৃষ্ট ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করেন এবং হজরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি যে তদীয় এক জন বিশেষ হাওয়ারী অভিশাপ করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে আমি জানিনা মসিহ কোথায়, উহা উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই জামাতের আমল ও তোমাদের চেয়ে অধিক। তাহারা বহু বর্ষ ব্যাপী কষ্ট সহ্য করিবার পর কৃত কার্য্য হইয়াছে। অর্থাৎ হজরত ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের পৌণে তিন শত বৎসর পর বিজয় লাভ করিয়াছিল। সুতরাং ইহা অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে ইমামের পক্ষ হইতে কোন বিষয়ের ঘোষণা হয় এবং মাত্র শত করা দশ জন লোক ইহার উপর আমল করে। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে না পারে তাহার কর্ত্তব্য- নিজকে জামাত হইতে পৃথক করিয়া ফেলা যেন সে অন্যের হোচট খাইবার কারণ না হয়। যে ব্যক্তি কেবল নিজে ডুবে এবং অন্যের জন্য বিপদের কারণ না হয় সে অন্যের জন্য মারাত্মক নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে পাথরের ন্যায় ডুবে এবং অন্যকে ডুবায় সে মারাত্মক। এরূপ ব্যক্তির কর্ত্তব্য, নিজের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়নে অপারগ হইলে জামাত হইতে পৃথক হইয়া যাওয়া। স্মরণ রাখ, হৃদয়ের মরিচা নামাজ, রোজা ও দোয়া ব্যতীত দূর হইতে পারেনা। কেননা প্রকৃত পক্ষে নামাজ রোজাও দোয়া জিকরে এলাহীর প্রাণ এবং আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা এই সমস্ত আমলের দ্বারা- ই -হইয়া থাকে। রোজা এমন বস্তু যদ্বারা ঈমান মজবুত হয়। কিন্তু আমার দুঃখ হয় যে, জামাত এই গুলির উপর সম্পূর্ণ রূপে আমল করিতেছেনা। আমার এই কথা বলার অর্থ এই নহে যে, তোমাদের মধ্যে কেহই আমল করিতেছেনা। আল্লাহ তা'লার ফজলে আমাদের জামাতে সহস্র সহস্র লোক এমন আছেন যাহারা এই সমস্ত আদেশ সম্পূর্ণ রূপে পালন করেন এবং তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তা'লার ইলহাম

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

(ঐশী- বাণী) ও নাজেল হয়, আল্লাহ তা'লা তাঁহাদিগকে কোন বিষয় ঘটিবার পূর্ব্বেই গায়েবের সংবাদ জানাইয়া দেন এবং তাহাদের দ্বারা নিদর্শন সমূহ ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু কথা হইল এই যে, এক জন পিতার তখনই পূর্ণ আনন্দ নসিব হয় যখন তাহার সমস্ত সন্তান নেক হয় এবং আল্লাহ তা'লা কর্ত্তৃক নিয়োজিত ইমামের ও তখনই পূর্ণ আনন্দ নসিবহয় যখন দুনিয়ার সমস্ত লোক নেক হইয়া যায়। দুনিয়া বাসী যদি আমাদের প্রতি এ তেরাজ করে, তবে আমরা বলিতে পারি য তোমাদের লোক আমাদের মোকাবেলায় দাঁড় করাও। নিশ্চয়ই তাহারা এবাদত ও কোরবানীতে আমাদের মোকাবেলা করিতে পারিবেনা। ইহা দ্বারা আমরা তাহাদের মুখ তো বন্ধ করিতে পারিব। কিন্তু আমাদের অন্তরের জখম আরোগ্য হইতে পারেনা। যদি কাহারো পাঁচ পুত্রের মধ্যে এক জনের ও চাল চলন খারাপ হয়, তবে তাহার নিদ্রা আসেনা। তদ্রূপ আমাদের মধ্যে ও ঐ সময় পর্য্যন্ত প্রকৃত শান্তি আসিতে পারেনা যে পর্য্যন্ত সমস্ত দুনিয়া বাসী ইসলামের গোলামীতে না আসে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমাদের জামাত নিজদের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্ত্তন না আনিবে সে পর্য্যন্ত উন্নতি ও পুরস্কারের দ্বার আমাদের জন্য খোলা যাইতে পারেনা। পরিবর্ত্তন ও তখনই আসিতে পারে, যখন নামাজ রোজা ও অন্যান্য ইসলামী আদেশ সমূহ সম্পূর্ণরূপে পালন করা হয়। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে জিকরে এলাহী হ্রাস পাইতেছে।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) হজরত রসুল করীম (দঃ) এর সময়কার সাহাবা (রাঃ) গণের দৃষ্টান্ত, এবং এবাদত কিরূপে করিতে হয় ইত্যাদি বর্ণনা করিবার পর বলেন, জিকরে এলাহীর অভ্যাস রুহানীয়তের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এবং রুহানিয়ত ব্যতীত আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভ করা যাইতে পারেনা। তদ্রূপ ইসলামের অন্যান্য আদেশ গুলি পালন করা খোদাতা'লার সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

সাইয়েদেনা হজরত খলীফাতুল মসিহ্ সানী (আইঃ)র স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ সংবাদ।

(মাননীয় ডাঃ মীরজা মানওয়ার আহমদ সাহেব)
রাবওয়াহ্।

রাবওয়াহ্, ৫ই ডিসেম্বর (সকাল ১০ টা) :—

বিগত দুইদিন হুজুর স্নায়ুবিক অস্থিরতায় কষ্ট পাইতেছিলেন। বর্ত্তমানে আল্লাহ তা'লার ফজলে হুজুরের স্বাস্থ্য ভাল।

বন্ধুগণ হুজুর (আইঃ)র পূর্ণ আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া জারী রাখিবেন।

(আলফজল ৬ই ডিসেম্বর)

সদকা খয়রাত দিলে গরীবের অবস্থা ভাল হয়ও নিজের অশুদ্ধ মাল বাহির হইয়া হালাল ও পবিত্র রুজী অবশিষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি হজ্জ করিবার জন্য আপন ঘর বাড়ী ছাড়ে খোদাতা'লা তাহার জন্য জান্নাতে ঘর তৈয়ার করেন এবং এই নেকীর পরিবর্ত্তে ইসলাম কে মর্য্যাদা, দবদবা ও ইজ্জৎ দান করেন। যে রূপ আল্লাহতা'লা বলেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করে আমি তাহাকে তাহার বাসস্থান হইতে উৎকৃষ্ট বাসস্থান দেই। যে ব্যক্তি আমার জন্য অর্থ খরচ করে আমি তাহাকে পূর্ব্বের চেয়ে অধিক অর্থ দান করি এবং যে ব্যক্তি আমার জন্য নিজ সময় কোরবান করে আমি তাহার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেই। সুতরাং আমাদের জামাতের কর্ত্তব্য নিজেদের মধ্যে নেক পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করা ও এই প্রকার আন্দোলনে অধিক হইতে অধিক অংশ গ্রহণ করা এবং সুচারু রূপে উহা পালন করা। কেবল মাত্র ফরজ আদায় করাই-যথেষ্ট নহে; ফরজ তো সর্ব্বাবস্থায় ই ফরজ। ইহা পালন না করিলে খোদাতালার কোপে পতিত হইবে। ফরজ ছাড়া ও জিকরে এলাহীর অভ্যাস কর যেন তোমাদের মুশকিলাত বিদূরিত হয়।

কাদীয়ান ও রাবওয়াহর জলসায় যোগদানের জন্য যাত্রা।

—[•]—

অদ্য ১৩ই ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানের জনাব নূরুল ইসলাম মল্লিক সাহেব ও ঢাকা আঞ্জুমানের জনাব ফজলুল করীম মোল্লা সাহেব কাদীয়ানে ও রাবওয়াহতে অনুষ্ঠিত সালানা জলসাতে যোগদানের উদ্দেশ্য রওয়ানা হইয়াছেন। আগামী ১৬, ১৭ ও ১৮ই ডিসেম্বর কাদীয়ানের জলসায় যোগদানের পর তাঁহারা ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর রাবওয়াহর জলসাতেও যোগদান করিবেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন তাঁহাদের এই সফর আল্লাহ তা'লা নিরাপদ ও মোবারক করেন।

একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পূর্ব্ব পাকিস্তান খুদ্দামুল আহমদীয়ার সমস্ত মজলিশ সমূহকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন ১৯৬০—৬১ ইং সনের **কায়েদের নির্ব্বাচন** কার্য্য সমাধা করতঃ নির্ব্বাচনের ফলাফল স্থানীয় জমাতের প্রেসিডেন্টের মারফত অনতিবিলম্বে "জনাব নায়েব-সদর সাহেব" মজলিশ খুদ্দামুল আহমদীয়া মরকেজীয়া, রাবওয়াহ্"র ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।

খাকসার—

মোহাম্মদ সোলায়মান,

আঞ্চলিক কায়েদ, মজলিশ খুদ্দামুল আহমদীয়া,

পূর্ব্ব পাকিস্তান।

খুদ্দামুল আহমদীয়ার খবর

ঢাকা :—পূর্ব্ব পাকিস্তান মজলিশে খুদ্দামুল আহমদীয়ার আঞ্চলিক কায়েদ সাহেব জানাইতেছেন যে ঢাকা মজলিশের কায়েদ জনাব জিয়াউল হক সাহেব ১৯৬০—৬১ সনের জন্য পুনরায় উক্ত মজলিশের কায়েদ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিগত ১১ই নবেম্বর শুক্রবার ঢাকা দারুৎ তবলীগে এই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণগঞ্জ :- জনাব এ, টি, এম, হক সাহেব ১৯৬০—৬১ সনের জন্য নারায়ণগঞ্জ মজলিশ খুদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় মজলিশ হইতে এই নির্ব্বাচনের মঞ্জুরী আসিয়াছে।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের নব নির্ব্বাচিত কায়েদ সাহেবানদের এই নির্ব্বাচনকে আল্লাহ তা'লা সিলসিলার জন্য এবং তাহাদের নিজেদের জন্য মোবারক করুন। আমীন॥

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার জন্য সদর আঞ্জুমানের সাহায্য

পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লেঃ জেঃ আজম খানের শুকরিয়া জ্ঞাপক পত্র।

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নাজের বায়তুল মাল সাহেব জানাইয়াছেন যে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়াহ্র ৭।১১।৬০ ইং তারিখের অধিবেশনের এক সিধ্যান্ত অনুসারে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাত্যাবিধ্বস্ত এলাকার দুর্দ্দশাগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ৫০০০৲ (পাঁচ হাজার) টাকার একটি চেক্ পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লেঃ জেঃ আজম খানের নিকট প্রেরণ করা হয়। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উক্ত সভায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের সমস্ত স্থানীয় জমাত সমূহকে দুর্দ্দশাগ্রস্তদের জন্য মুক্ত হস্তে দান এবং সংঘবদ্ধ ভাবে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া আল্লাহ তা'লার সন্তোষ অর্জনের অনুরোধ জানান হয়। প্রেরিত ৫০০০৲ টাকার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লেঃ জেঃ মোহাম্মদ আজম খানের নিকট হইতে জনাব নাজের সাহেব বায়তুল মাল এক পত্র পাইয়াছেন। নিম্নে তাহার তর্জ্জমা দেওয়া গেল।

ডি, ও, ও, ও নং ৮৫০

গভর্ণর

পূর্ব্ব পাকিস্তান।

ঢাকা,

গভর্ণর হাউস্,

১৮ই নভেম্বর, ১৯৬০ ইং।

বখেদমতে জনাব নাজের সাহেব বায়তুলমাল—

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়াহ্,

আপনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়াহ (পাকিস্তান)র পক্ষ হইতে বাত্যাহতদের সাহায্যার্থে যে ৫০০০৲ টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন সে জন্য আমি আপনাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। যথা সময়ে আপনার এই সাহায্য প্রকৃত অর্থে প্রশংসনীয়। ইহা দ্বারা এই কথাই পরিস্ফুট হয় যে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মেম্বারগণ তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশ বাসী ভাইদের জন্য প্রকৃত মঙ্গল ও শুভ আকাঙ্খা পোষণ করিয়া থাকেন।

স্বাক্ষর

এম, আজম খান।

(লেঃ জেঃ আজম খান)

গভর্ণর পূর্ব্ব পাকিস্তান।

আপনাদের প্রশ্নের উত্তর

[আমাদের বিগত সংখ্যার ঘোষণা অনুসারে আহমদীর পাঠক পাঠিকা গণের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য এই বিভাগটি খোলা হইল। আশা করি পাঠক পাঠিকা গণের নিকট হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাইবে — সম্পাদক আহমদী]

১। মোহাম্মদ ফজলুল হক

১/০ মিঃ আমীর আলী সাহেব

গ্রাম- নন্দন পুর

পোঃ ও জিলা কুমিল্লা,

প্রশ্ন :- আলিফ, লাম, মিম এর অর্থ কি?

উত্তর :- কোরআন শরীফের 'সুরা বাকার এর শুরুতে এই অক্ষর তিনটি আছে এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি সুরার শুরুতে এই রূপ অক্ষর আছে। ইহাদের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তালাই অবগত আছেন। এ যাবৎ কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা কারী গণ ইহাদের বহুরকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত উত্তরে সবগুলির উল্লেখ সম্ভব নহে। দুইটি ব্যাখ্যা দেওয়া গেল।

১। (ক) আলিফ — আল্লাহ (খ) লাম— জিব্রাইল (আঃ) (গ) মিম মোহাম্মদ (দঃ) অর্থাৎ কোরান শরাফ আল্লাহ তালার নিকট হইতে জিব্রাইল (আঃ) এর মারফৎ মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে

২। (ক) আলিফ আনা আমি (খ) লাম-আল্লাহ = আল্লাহ (গ মিম-আ'লামু = সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী। আমি আল্লাহ সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী এই কথাগুলিদ্বারা আল্লাহ তালা কোরান শরীফে বর্ণিত জ্ঞানকে অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

জিন্দা রসুলের জিন্দা বাণী

—]০[—

সরফরাজ এম, এ, ছাত্তার (রঙ্গু) চৌধুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৮। একজন মোসলমান অপর মোসলমানের ভাই, সে অপরকে জুলুম করিবে না, তাহাকে সাহায্য করা বাদ দিবেনা ও তাহাকে হেয় মনে করিবে না। রসুল করীম (দঃ) তিনবার বক্ষের দিকে ইসারা করিয়া বলিলেন, পরহেজগারী এইস্থানে।

কোন ব্যক্তির মন্দ কাজের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে ব্যক্তি তাহার ভাই মোসলমানকে হেয় মনে করে। মোসলমানের পক্ষে হারাম তাহার রক্ত, তাহার মাল এবং তাহার ইজ্জত। (মিশকাত)

১৯। আল্লার কছম, যাহার হস্তে আমার প্রাণ। মানুষ যাহা নিজের জন্য পসন্দ করে, যতক্ষণ তাহা অপর ভাই মোসলমানের জন্য পসন্দ না করে ততক্ষণ সে ব্যক্তি ইমানদার নয়। (মিশকাত)

২০। আল্লার কছম তাহার খাঁটি ইমান নাই। রসুল করীম (দঃ) তিনবার বলিলেন। ছাহাবাগন জিজ্ঞাসা করিলেন; হুজুর কাহার? তিনি বলিলেন, যাহার অন্যায় কাজের দরুণ প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (মিশকাত)

২১। ঐব্যক্তি কখনও কামেল ইমানদার নয়, যে ব্যক্তি নিজে খানা পিনায় তৃপ্ত থাকে অথচ তাহার প্রতি বেশী ক্ষুধার্ত্ত থাকে। (মিশকাত)

২২। রসুল করীম (দঃ) শাহাদতও মধ্যমা আঙ্গুলি একত্রিত করিয়া বলিলেন, আমি ও মলিন চেহারাবান মেয়েলোক এইরূপ থাকিব। অর্থাৎ যে মেয়েলোক স্বামী বিয়োগ বা তালাক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সন্তানাদির ভরণ পোষণ কার্য্যে তাহার চেহারা মলিন ও কাল হইয়া যায়। তাহার স্থান রসুল করীম (দঃ) এর সঙ্গে বেহেস্তে।

২৩। যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির দোষ অবগত হইয়া তাহাকে গোপন করে সে ব্যক্তি যেন জীবিত কবরস্থ ব্যক্তিকে জীবিত করিল। (মিশকাত)

২৪। ইমানদার মহব্বতের পাত্র,যে ব্যক্তি অপরকে মহব্বত করেনা এবং অপর লোক তাহাকে মহব্বত করেনা তাহার কোন মঙ্গল নাই। (মিশকাত)

২৫। একদা রসুল করীম (দঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান সম্বন্ধে সংবাদ দিব? তোমাদের যে মেয়ে তালাক প্রাপ্ত হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে অথচ তাহার জন্য ভরণ পোষণকারী আর কেহ নাই। (মিশকাত)

২৬। কোন বাপ সন্তানের প্রতি আদব শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা অধিকতর বড়দান আর কিছু করিতে পারে না। (মিশকাত)

২৭। যাহারা আল্লাহ ও রসুলের পায়রবী করে, তাহারা ঐ সমস্ত নবী ছিদ্দিক সহীদ গণের সঙ্গ লাভ করিবে। যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা উৎকৃষ্ট নেয়ামত দান করিয়াছেন (মিশকাত)

২৮। আল্লার কছম আমি রসুল হওয়া সত্বে ও জানিনা যে, তিনি আমার সঙ্গে এবং তোমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করিবেন। (মিশকাত)

২৯। রিজিক মানুষ কে এমন ভাবে খুঁজিয়া বেড়ায় যেমন মউত মানুষকে খুজিয়া বেড়ায়। (মিশকাত)

৩০। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে কোরান শিক্ষা করে এবং কোরআন শিক্ষা দেয়।

৩১। যে ব্যক্তি কোরান এই উদ্দেশ্যে পড়ে যে, তদ্বারা লোকের নিকট হইতে খোরাক সংগ্রহ করিবে, সে ব্যক্তি বিচারের দিনে এমতবস্থায় হাজির হইবে যে, তাহার চেহারায় গোশ্‌ত থাকিবে।

৩২। রসুল করীম (দঃ) এক ব্যক্তির পাশ কাটিয়া যাইবার কালে দেখিলেন যে, সে কোরান তেলাওয়াত করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। তিনি ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন, নারাজ ভাবে বলিলেন। তার পর তিনি বলিলেন, যেব্যক্তি কোরান তেলাওয়াত করে তাহার পক্ষে আল্লার নিকট ছওয়াল করা কর্ত্তব্য। কেননা শীঘ্রই কতিপয় জামাত আসিবে যাহারা কোরান তেলাওয়াত করিয়া ছওয়াল করিবে।

(ক্রমশঃ)

যিন্দাহ মুসলিম

রফিউদ্দীন আহমদ (সেলিম)
১ম বর্ষ বি, এ, (অনার্স)

যিন্দাহ মুসলিম
আকাশে আজ মেঘ ঘনেছে
ক্রোধে ডাকে ভীম
যিন্দাহ মুসলিম ॥

যিন্দাহ মুসলিম
ওঠরে জেগে বীর
পুরাণো প্রদীপে সলতে দিয়ে
ছুটা আলোর ভীম ॥

যিন্দাহ মুসলিম
রুশ পানে চল
ঠাঁই করিয়ে ইসলামের
উড়িয়ে দেয় ঐ কম্যুনিজম ॥

যিন্দাহ মুসলিম
ভীম বিক্রমে চল
নেই কি খালেদ, আলী, ওমর
নেই কি সে বিক্রম ?

যিন্দাহ মুসলিম
এগিয়ে তোরা চল
অনেক খালেদ, আলী, ওমর
আছে মাঝে ইসলাম ॥

যিন্দাহ মুসলিম
ওহুদ পানে চল
কে বলেছে শহীদ নবী
ধরবে টুটী কর খতম ॥
যিন্দাহ মুসলিম

ক্লান্ত হয়ে বসবিনা
বসার মাঝেই পতন হবে
ডোববে তোদের ইসলাম ॥

যিন্দাহ মুসলিম
সম্মুখ পানে চল
সম্মুখেতেই বিজয় কেতন
জাগবে তোদের ইসলাম ॥

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca